182. Bb. 921.1.
Rare

# চন্দননগর ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা

( দাস ব্যবসায় )

---

লেখক

শ্রীচারুচন্দ্র রায়, এম্.এ

SP 4/92

[1921.
Calcutta]

NATIONAL LIBRARY
No. Imp. 4264
DATE. 23/9/09
CALCUTTA

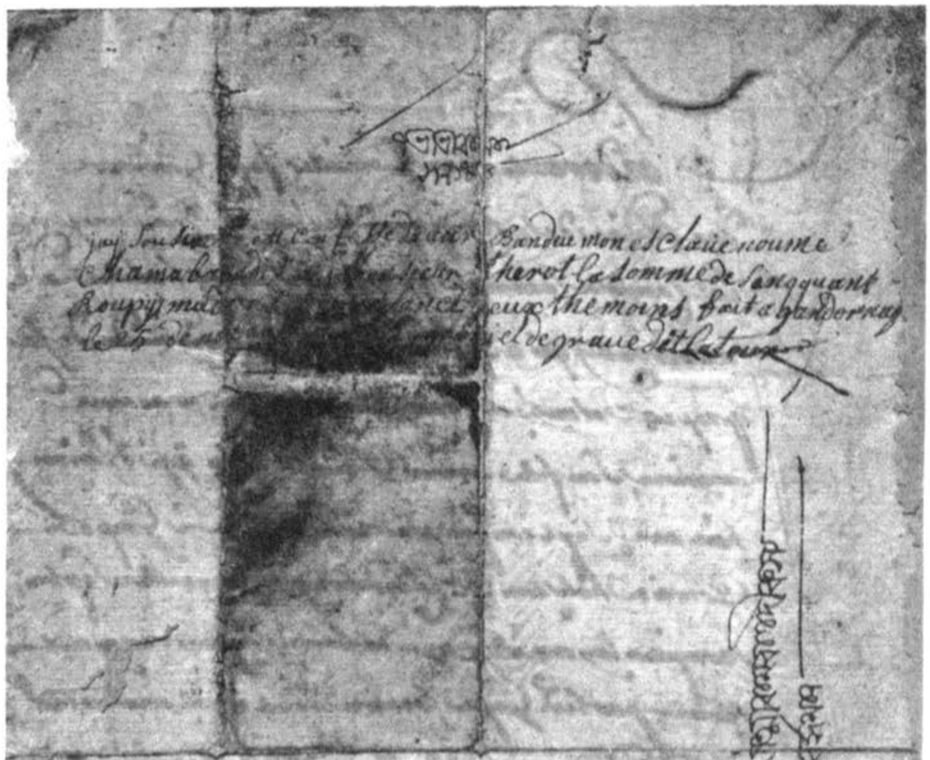

দাসখতের প্রতিলিপি

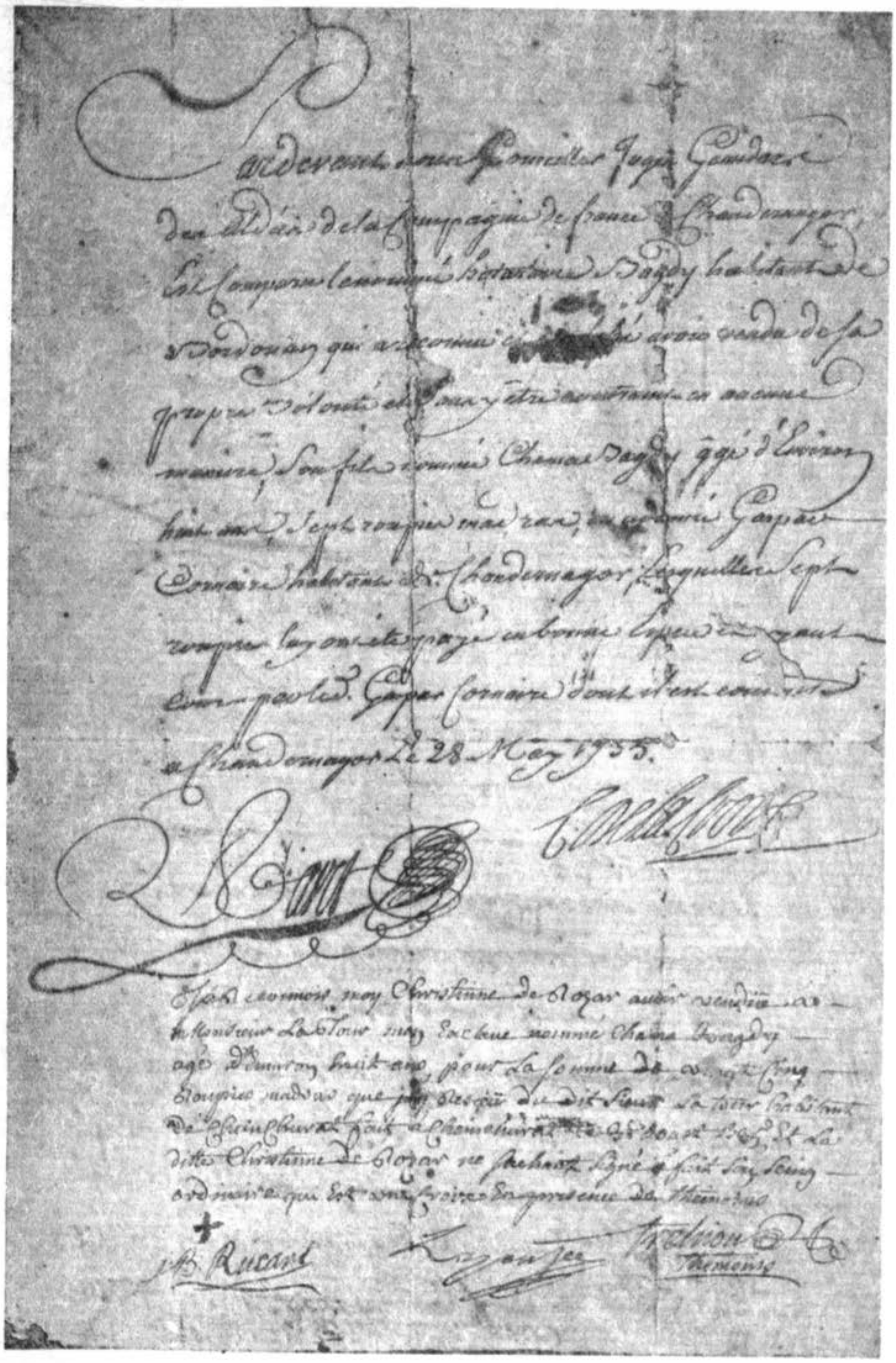
a Chandernagor Le 28 May 1755.

দাসখতের প্রতিলিপি

# চন্দননগর ইতিহাসের একপৃষ্ঠা

[ লেখক—শ্রীচারুচন্দ্র রায় ]

—:০:—

## দাস ব্যবসায়—একখানি দাসখৎ

প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে দাসব্যবসায় প্রচলিত ছিল বলিলে একটু আশ্চার্য্যান্বিত হইবার কথা; তৎকালের খৃষ্টিয়ান বণিকগণ এদেশে অতি বিস্তৃতরূপে দাসব্যবসায় চালাইতেন বলিলে আরও একটু বিস্মিত হইতে হয়; আমাদের দেশের গরিব হিন্দু পিতামাতা গরুবাছুর বেচার মত শিশু ও কিশোর বয়স্ক পুত্রকন্যা বিক্রয় করিত একথা বলিলে বিস্ময়ের পরিসীমা থাকে না। কিন্তু কথাগুলি সম্পূর্ণ সত্য, অবিশ্বাস করিবার উপায় নাই। নিম্নে একখানি দাসখতের প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল, তাহা পাঠ করিলে সকল সন্দেহ ও অবিশ্বাস তিরোহিত হইবে।

/৭ শ্রীশ্রীরাম
সন ১৭৩৫

শ্রী আত্মারাম বাগদীকস্য
সাং বর্দ্ধমান

ইয়াদী কির্দ্দ সকল মঙ্গলালয় শ্রীগাছপায় কোরর্ণের ফিরিঙ্গী শুচরিতেষু লিখীতং শ্রীআত্মারাম বাগদীকস্য ছোকরা বিক্রয় পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আগে আমার বেটা নাম শ্রীশ্যামা বাগদা ছোকরা বএশ আট বৎসর বর্ণ কালা ইহার কিম্মত মাল্দরাজী ৭৲ সাততঙ্কা পাইয়া আমি সেৎছা পূর্ব্বক তোমার স্থানে বিক্রয় করিলাম তুমী ইহারে বাতিজর ক্রিস্তাও করিয়া খোরাকপোষাক দিয়া আপন খেদমতে রাখহ এই ছোকরার দানবিক্রের সত্ত্বাধিকার তোমার আমার সহিত এবং আমার ওয়ারীসের সহিত এই ছোকরার কোন এলাকা নাই এই করারে ছোকরা বিক্রয় করিলাম ইতি সন ১১৪২ এগারো সত্ত ব্যাল্লিস শাল তারিখ ১৭ সতরএ৷ জ্যৈষ্ঠ মাহ ২৮ মাই

সন ১৭৩৫ সাল।

আজ হইতে ঠিক ১৮৭ বৎসর পূর্ব্বে বর্দ্ধমান জেলার এক বাগ্দীর ছেলে তাহার পিতা কর্ত্তৃক ক্রীতদাস রূপে বিক্রীত হইয়াছিল—এই পুরাতন পত্রখানি তাহারই দাসখৎ। দাসখৎখানি বিবিধ কারণে বিশেষ করিয়া বুঝিয়া দেখিবার জিনিষ। পিতা আত্মারাম বাগ্দী ৭টী মান্দ্রাজী তঙ্কা লইয়া স্ব-ইচ্ছায় ছেলেটিকে "সকল মঙ্গলালয় শ্রীগাছপার কোরর্ণের" (Gasper Cornet) নামক সাহেবকে নিঃস্বত্ব হইয়া বিক্রয় করিল; এবং দান বিক্রয়ের অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে পুত্রকে খৃষ্টিয়ান করিবার অধিকার পর্য্যন্ত ক্রেতাকে প্রদান করিল। সেই বৎসর অক্টোবর মাসে শ্যামা প্রভু কর্ত্তৃক ২৫৲ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়া দশিয়ে থেরেসার নামক অন্য একজন ফরাসীর সম্পত্তি হইল। তারপর নভেম্বর মাসের ২৫শে তারিখে শ্যামা আবার হাতবদল হইয়া ৫০৲ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়া মসিয়ে থেরো নামক তৃতীয় প্রভুর অধীন হইল। তারপর শ্যামার কি হইল কাগজপত্রে আর পাওয়া যায় না। হয়ত শ্যামা পরে Samuel নাম প্রাপ্ত হইয়া প্রভুকর্ত্তৃক ভারতবর্ষ হইতে বুর্বঁ বা মরিশাস্ দ্বীপে চালান হইয়া আকের ক্ষেতে মজুরদারী করিতে করিতে ইহলীলা সাঙ্গ করিয়াছে—কে তার খবর রাখে? যাহা হউক শ্যামা বাগ্দীর জীবন চরিত লেখা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে অতএব পরে বেচারীর কি হইল না জানিতে পারিলেও ক্ষতি নাই।

শ্যামা বাগ্দীর প্রথম মনিব "শ্রীগাছপার কোরর্ণের ফিরিঙ্গী"। ফিরিঙ্গী শব্দটা আজকাল ইউরোপীয়গণের প্রতি প্রয়োগ করা শীলতা বিরুদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু সেকালে এরূপ ছিল না; দাসখতের মধ্যগত "ফিরিঙ্গী সুচরিতেষু" এই কথাই তাহার প্রমাণ। দাসখৎখানির নাম "ছোকরা বিক্রয় পত্রমিদং"। আজকাল ইংরাজ সাহেবেরা তাঁহাদের চাকরকে "Boy" বলিয়া ডাকেন; ফরাসি সাহেবেরা Garcon বলেন; বালক যুবা বৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে চাকর মাত্রেই Boy বা Garcon। এই Boy বা Garcon কথায় অর্থ বালক নহে "ছোকরা"; ছোকরা শব্দ বান্দা বা ক্রীতদাসের প্রতিশব্দ মাত্র। অবস্থাগতিকে ছোট বড় হয়, আবার বড় ছোট হইয়া যায়; ভাষার মধ্যগত অনেক শব্দেরও এই অবস্থা বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। "ফিরিঙ্গী" শব্দ সম্মানের আসন হইতে চ্যুত হইয়া এখন প্রায় একটা দুর্ব্বাক্যে পরিণত হইয়াছে বলিলেই হয়; আর যে "ছোকরা" শব্দ দুইশত বর্ষ পূর্ব্বে ক্রীতদাসের অভিধা ছিল—আজ তাহা বেতনভোগী অপেক্ষাকৃত স্বাধীনবৃত্তি সম্পন্ন ভৃত্য মাত্রের জ্ঞাপক হইয়াছে।

পুত্রের পরিচয় প্রদান কালে আত্মারাম বলিয়াছে "আমার বেটা নাম শ্রীশ্যামা বাগদী বএশ আট বৎসর বর্ণ কালা"। বিশেষ করিয়া ছেলের বর্ণের পরিচয় দিবার কি প্রয়োজন হইয়াছিল? আত্মারাম ত আর ছেলের বিবাহের ঘটকালি করিতেছিল না! ইহার অর্থ—ফরাসি কায়দা অনুসারে শ্যামার জাতিত্বের প্রমাণ দিবার প্রয়োজন ছিল। অর্থাৎ সে যে ভারতবাসী, ফিরিঙ্গী নহে, ইহাই "বর্ণ কালা" শব্দে ব্যক্ত করা হইয়াছে। সেকালে দেশীয় ব্যবসাদারের নাম ছিল—"Black merchant", কলিকাতার বাঙ্গালী পল্লীর নাম ছিল "Black town", এখনও মান্দ্রাজের যে অংশে দেশীয় লোকের বাস তাহার নাম Black town; পণ্ডিচারীতে ও চন্দননগরে Ville Noir বা Black town আছে। দেশীয় লোক বুঝাইতে হইলে Black বা কালা বলিতে হইত। কিন্তু কথা এই শ্যামা বাগ্দী বলিলে কি ভারতবাসী বুঝাইত না। খুলিয়া না বলিলে ফরাসি কায়দা মতে হয়ত যথেষ্ট হইত না? এখন পর্য্যন্ত ফরাসী দপ্তরে সরকারী বা বে-সরকারী কাগজ পত্রে, শ্রীযুক্ত রামধন চট্টোপাধ্যায়, জাতিতে ব্রাহ্মণ, চাকরী কলম পেশা ও তাহার বণিতা

উচিত। রামমণি জাতিতে ব্রাহ্মণ, কোন বর্ণ নাই একথা খুলিয়া না লিখিলে কায়দা খেলাফ হয়।

আত্মারাম যখন নিঃস্বত্ব হইয়া ছেলেকে বিক্রয় করিল—ছেলেকে "খোরাক পোষাক দিয়া" তাহাকে "আপন খেদমতে" রাখিবার কথাটা বিক্রয় পত্রের মধ্যে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক নহে। কিন্তু ছেলেটাকে "ক্রিস্তাও" করিবার কথাটা বিক্রয় সর্ত্তের মধ্যে স্থান পাইল কেন? হিন্দুর ছেলে গোলাম, বান্দী হইলেও, যখন "খ্রিষ্টীয়" ঘরে "ছোকরা" রূপে প্রবেশ করিল তখন ত তাহার "ক্রিস্তাও" হওয়া ভিন্ন গতি ছিল না? "বাপ্তিস্ম" (baptise) করিবার ভার এ বায়টা বোধ হয় ক্রেতার উপর অর্পণ করিবার উদ্দেশ্যেই এ কথার বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অথবা ৮ বৎসরের বালককে তাহার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতিরেকে "ক্রিস্তাও" করা বিধিসঙ্গত ছিল না তাই দাসত্ব গ্রহণ করিলেও পিতার অনুমতিটা স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া লওয়া হইয়াছে।

এই দাসখতের তারিখ ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১১৪২ সাল বা ২৮এ মে ১৭৩৫ সাল। ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ২৮এ মের সহিত কেমন করিয়া মিলিল বলা যায় না। ইউরোপীয় পঞ্জিকা সংস্কারের সময় তারিখগুলা একটু সরিয়া গিয়াছে বোধ হয়, সেই জন্য বাংলা মাসের ১লা এখন প্রায় ইংরাজী মাসের মধ্যস্থলে পড়ে। সে যাহা হউক ১৭৩৫ সালে চন্দননগরে ফরাসী কুলপ্রদীপ ডুপ্লেক্স Director General. চন্দননগরের তখন বড়ই বোলবোলা, তখন সুনামখ্যাত ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী চন্দননগরে ফরাসী বাণিজ্যের প্রধান সহায়; তিনি ফরাসী কোম্পানির একদিকে বড় বেনিয়ান, অপর দিকে রাজস্বের ইজারাদার। আত্মারাম মাদ্রাজী ৭ টাকায় তাহার ৮ বৎসরের ছেলেকে বেচিল, দরটা চড়া হইল কি নরম হইল এতদিন পরে বলা কঠিন। মাদ্রাজী টাকার সহিত আজকালকার টাকার সম্বন্ধ কি তাহারও নির্ণয় করিবার উপায় নাই। তবে আহার্য্যের মূল্য বৃদ্ধির হার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে মনে হয় তখনকার ৭ টাকা এখনকার প্রায় ৩০ টাকার সমান হইতে পারে।

১১৪২ সালে লিখিত এই দলিলখানি গদ্য রচনা পদ্ধতির নিদর্শন হিসাবে মূল্যবান। এই দলিলখানি অপেক্ষা প্রাচীনতর আর একখানি মাত্র লিখন আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। ১৭ই ফাল্গুন ১১২৫ সনের লিখিত বৈষ্ণবদিগের একখানি প্রাচীন দলিলের প্রতিলিপি ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ১৩০৬ সনের সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। দাসখৎখানির ভাষা বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ বহুল ও উর্দ্দু ও ফার্সী পারিভাষিক শব্দসংমিশ্রিত। এই ১১ ছত্র লেখার মধ্যে ইয়াদী, কিন্দ, ফিরিঙ্গী, ছোকরা, বেটা, কিম্মত, খোরাক, পোষাক, গুজরাণ, এলাকা, করার, খেদমতে, তারিখ, সন এই ১৪টি কথা উর্দ্দু বা ফার্সী আর সকল শব্দই বিশুদ্ধ বাঙ্গলা বা সংস্কৃত। রচনা ভঙ্গী, প্রথম বাক্যটা ছাড়িয়া দিলে (ইয়াদী কিন্দ-স্মরণ রাখিও) বিশুদ্ধ প্রাঞ্জল বাঙ্গলা। একটু বিচিত্রতা এই, আত্মারাম সাহেবের প্রতি তুমি ও তোমার এই কথা ব্যবহার করিয়াছে। উহা লেখকের অনভিজ্ঞতা জনিত বা তাৎকালিক প্রথা অনুযায়ী বলা কঠিন। কতকগুলি শব্দের বর্ণ যোজনা আধুনিক পদ্ধতি হইতে ভিন্ন; লিখন-পদ্ধতির বৈচিত্র্য এই যে বিরাম-চিহ্নের চিহ্ন মাত্র নাই; বর্ণ রচনা ভঙ্গী অতি পরিপাটী; তবে কএকটা অক্ষর অদ্ভুত ধরণে লিখিত। প্রায় দুই শত বর্ষ পরে আজ যে ভাষায়, যে ভাবে পাট্টা কবুলিয়ৎ লিখা হয় এ দাসখৎখানি তাহারই অগ্রবৃত্তি বলিয়া মনে হয়। আত্মারাম নিরক্ষর ছিল একথা নিঃসংকোচে বলা যায়। পত্রখানি কোন মসীজীবীর পাকা হাতে লেখা; লেখক আত্মারামের হইয়া সহি করিয়াছে, আত্মারাম একটা

কালির আঁথর মাত্র কাটিয়া সম্মতি জানাইয়াছে।

এখন প্রশ্ন এই—আত্মারাম তাহার ৮ বছরের ছেলেকে ৭৲টী টাকায় বিক্রয় করিল কেন? কেন তাহার আভাষ দাসখতেই পাওয়া যাইতেছে। খোরাক পোষাক দিয়া রাখিবার অনুরোধের মধ্যে এই পুত্র-বিক্রয়ের নিগূঢ় অভিপ্রায় কিয়ৎ পরিমাণে ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। জঠরজ্বালায় পীড়িত দরিদ্র আত্মারাম তাহার আত্মজকে "স্বেচ্ছাপূর্ব্বক" ক্রীতদাস করিল; ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া, স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া যদি তাহার পুত্র দুটী খাইতে পায় আত্মারাম তাহারই ব্যবস্থা করিল এবং নিজেরও উদরান্নের কথঞ্চিৎ জোগাড় করিল।

তখন মুসলমান রাজ্যস্থিতি তিল তিল করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায় রাহুগ্রস্ত মুসলমান শক্তির জ্যোতি ও তেজ হরণ করিয়া তিল তিল করিয়া বর্দ্ধিত হইতেছিল। এই নিদারুণ পরিবর্ত্তনের যুগে—মারাঠার লুট ও ক্ষুদ্র জমিদারগণের উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে পড়িয়া রাজা প্রজা উভয়েই ক্ষুব্ধ বিপর্য্যস্ত পীড়িত হইয়া দারুণ বেদনা অনুভব করিতেছিল; কিন্তু দুঃখের বোঝা সকল সময়েই দরিদ্রের ক্ষীণ স্কন্ধকে অধিকতর ভারাক্রান্ত করে। নিঃসম্বল নিম্নস্তরের লোকেই দুর্দ্দিনের দারুণ কশাঘাত উপলব্ধি করে। আত্মারাম বাগ্দীর মত শত শত নিরন্ন দুঃখী প্রজা অনন্যোপায় হইয়া উদরান্নের সংস্থান করিতে না পারিয়া সন্তান বিক্রয় করিয়া ও পরিশেষে আপনার শেষ সম্পত্তি আপনার দেহ বিক্রয় করিয়া জঠরানলের হব্য সংগ্রহ করিতেছিল।

কেহ না মনে করেন যে এক আত্মারাম বাগ্দী ছেলে বেচিয়াছিল বলিয়া এ দেশের একটা হীন অবস্থা পরিকল্পনা করা অন্যায়। কল্পনা নহে সত্য ঘটনা। শুধু এই একখানি দাসখৎ নহে, বহু বিপর্য্যয় অতিক্রম করিয়া যে কয়খানা পুরাতন কাগজ পত্র এখনও ফরাসীর দপ্তরখানায় বিদ্যমান আছে তাহার মধ্যে এখনও অন্ততঃ ১০০ খানা দাস বিক্রয়, দাস বিনিময় ও দাসত্ব সম্বন্ধে অন্যান্য কাগজ পাওয়া যায়। (১) আর শুধু চন্দননগরে নহে বাংলার সকল জেলায় পুরাতন কাগজ পত্রে ও তৎকালের সংবাদ পত্র সমূহে দাসব্যবসায়ের ভূরি ভূরি উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। (২) তখনকার জীবনে দাসব্যবসায় দাসদাসী ক্রয় একটা অতি সাধারণ ঘটনা ছিল। প্রত্যেক সমৃদ্ধ মুসলমান ও খৃষ্টিয়ানের সংসারে পাল পাল ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী ছিল। একপাল ক্রীত দাসদাসী রাখা বড়মানুষীর অঙ্গ ছিল। এমন একটা খৃষ্টান পরিবার ছিল না যাহাতে একটীও ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসী না থাকিত।

কেন না কোন সময়ে প্রত্যেক জাতির মধ্যে দাসীকরণ প্রথার প্রবর্ত্তন ছিল; প্রাচীন হিন্দু সমাজে ছিল, প্রাচীন গ্রীসে ছিল, রোমে মিশরে ছিল। মনুষ্য সমাজের ক্রমবিকাশের সহিত দাসপ্রথার উদ্ভব ও বিলোপ। মনুষ্য সমাজের বিকাশের সঙ্গে যে দাসত্ব প্রথার উদ্ভব ও পরিপুষ্টি, সে দাসত্ব প্রথা বস্তুতঃ কদর্য্য প্রথা নহে; ব্যক্তি বিশেষ তাহার প্রবর্ত্তক নহে, তাহা স্বাভাবিক, আবশ্যক ও অবশ্যম্ভাবী; সে প্রথা যে কারণ পরম্পরা অবলম্বন করিয়া উদ্ভূত হইয়াছিল সে কারণ পরম্পরার বিলোপ হইলে, উহাও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল—কোন

---

(১) Bengal Past and Present, Vol VI, p. 257—A note on Slaves and Slavery in old Chandernagore.

(২) Toynbee's Administration of the Hooghly District, p. 149. Seton Kerr's Selections from Calcutta Gazette.

ব্যক্তি বিশেষের হুকুমে সে প্রথা জন্মায় নাই, কাহারও হুকুমে মরে নাই। কিন্তু আমরা খৃষ্টিয়ান জগতে যে দাসত্ব প্রথার কথা ইতিহাসে পাঠ করিয়া থাকি, তাহা মনুষ্য সমাজের ক্রমবিকাশের সহিত সম্পর্কশূন্য, তাহার জন্য ব্যক্তিবিশেষ দায়ী এবং সে-প্রথা প্রকৃতই অতি নৃশংস ও ক্রূর; রাজার হুকুমে তাহার উদ্ভব ও রাজার হুকুমে তাহার বিলোপ।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া দ্বীপপুঞ্জে ইক্ষুক্ষেত্রে যে স্থানীয় বর্ব্বর জাতিকে নিয়োগ করা হইত তাহারা অলস ও দুর্ব্বল। আফ্রিকার কাফ্রি আদিম নিবাসীরা বলিষ্ঠ ও পরিশ্রমী। Bishop Las Casas নামক জনৈক পাদ্রীর মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল এই বলিষ্ঠ ও শ্রমশীল নম্রপ্রকৃতি কাফ্রিগণকে ইক্ষুর চাষে লাগাইলে সুবিধা হইতে পারে। পাদ্রীর বুদ্ধিতে পরিচালিত ইউরোপীয় রাজগণ পাদ্রীর সংকল্পের সমর্থন করিয়া হুকুম প্রচার করিলেন; নৃশংসভাবে সহস্র সহস্র কাফ্রি নরনারীকে বলপূর্ব্বক বা প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া দেশচ্যুত করিয়া, বন্য পশুর মত জাহাজ বোঝাই দিয়া আমেরিকায় ও তন্নিকটবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জে আকের চাষ করিতে চালান করা হইল— এ দাসব্যবসায় রাজার হুকুমে আরম্ভ হইয়াছিল এবং Wilberforce এবং Father Gregoryর চেষ্টায় খৃষ্টিয়ান জগতের করুণা ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি উদ্বুদ্ধ হইলে, রাজার হুকুমে সে ব্যবসায় রহিত হইল। (১)

কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি অর্থাৎ আজ হইতে প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে আফ্রিকা হইতে ইউরোপ ও আমেরিকায় কাফ্রিদাসের পণ্যস্রোত পূর্ণমাত্রায় বহিয়া চলিয়াছে। খৃষ্টিয়ান ব্যবসায়ীবর্গ যখন প্রাচ্য দেশে বাণিজ্য করিতে আসিলেন তাঁহারা ভারতবর্ষে দাস প্রথার প্রচলন দেখিলেন। ভারতবর্ষেও তাঁহারা কাফ্রি দাসের আমদানি করিলেন। তখন দেশের রাজা মুসলমান—মুসলমানগণ দাসত্ব প্রথাকে চিরদিন পোষণ করিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং আগন্তুক খৃষ্টিয়ান বণিকমণ্ডলকে দাসব্যবসায় চালাইবার জন্য ইতস্তত করিতে হইল না। তাঁহারা নিঃসঙ্কোচে রাজানুসৃত পথ বহিয়া চলিতে লাগিলেন। কাফ্রি খোজা মুসলমান অন্তঃপুরের পরিরক্ষক ছিল। কাফ্রি দাসদাসী খৃষ্টিয়ান আগন্তুকগণের গৃহে, পাচকের কাজ করিত, নাপিতের কাজ করিত, খানসামার কাজ করিত, মেম সাহেবদের নেপথ্যের সহায়তা করিত, সঙ্গীত আলাপ করিয়া প্রভুর মনোরঞ্জন করিত। আফ্রিকাবাসী দরিদ্র, ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশের লোকও দরিদ্র, সেই দরিদ্র ভারতবাসীকে খুঁজিয়া বাহির করিতে দাসীকরণপটু অভ্যাগতগণের বিলম্ব হয় নাই। তাহারা আফ্রিকার ন্যায় চট্টগ্রাম হইতে বালেশ্বর পর্য্যন্ত বঙ্গোপসাগরের তীরভূমি হইতে প্রভূত ক্রীতদাস সংগ্রহ করিয়া দেশ দেশান্তরে লইয়া গিয়াছিলেন। আফ্রিকার ন্যায় ভারতবর্ষেও দস্তুর মত দাসব্যবসায় চালাইয়া ছিলেন। তাহার গোটাকতক নিদর্শন যাহা খুঁজিয়া পাইয়াছি নিম্নে দিলাম।

মরিশাস্ ও বুর্বঁ (২) এই দুইটা দ্বীপ সমুদ্র

---

(১) La Grande Encyclopedie under "Esclavage"; Encyclopedia Britannica under "Slavery".

(২) মরিশাসের ফরাসি নাম Isle de France. ফরাসিগণ ১৭১৫ সালে এই দ্বীপ অধিকার করে এবং ১৮১০ সাল পর্য্যন্ত তাহাদের অধিকারে থাকিয়া ইংরাজ কর্তৃক গৃহীত হয় এবং তদবধি ইংরাজেরই আছে। ১৮১০ সালে লোক গণনায় প্রকাশ হয় যে মরিশাসের সমগ্র অধিবাসীর মধ্যে প্রত্যেক ১০ জনের মধ্যে ১ জন স্বাধীন ও ৯ জন ক্রীতদাস। কতক দাস মোজাম্বিক ও মাদাগাস্কার হইতে আনীত। —বুর্বঁ দ্বীপের

বাসোপযোগী করিয়া কৃষিকার্য্যাদির দ্বারা সমৃদ্ধ করিবার মানসে ফরাসি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী চেষ্টিত হন।

অনাদিকাল হইতে বর্দ্ধিত বনানি ধ্বংস করিয়া কৃষিক্ষেত্র বিস্তারের জন্য এবং বন কাটিয়া নগর নির্ম্মাণ করিবার জন্য প্রথমে ক্রীতদাসের প্রয়োজন হয়; এবং এই ক্রীতদাসের পাল ভারতবর্ষ হইতে সংগ্রহ করিয়া কোম্পানী বাহাদুর উক্ত দ্বীপদ্বয়ে প্রেরণ করেন। (১) প্রথমে চন্দননগরের উপর ক্রীতদাস সংগ্রহের ভার পড়ে; কত যে বাঙ্গালী ও বিহারী দারিদ্র ব্যক্তি জাহাজ বোঝাই হইয়া সমুদ্র পারে বুরবঁর বনে ও মরিশাসের উৎকট উত্তাপে ইহলীলা সাঙ্গ করে তাহা এখন নির্ণয় করা কঠিন।

১৭২৯ সালের মধ্যভাগে পণ্ডিচারী হইতে হুকুম আসে যে চন্দননগর হইতে ক্রীতদাস কিনিয়া আর পাঠাইতে হইবে না, মান্দ্রাজ উপকূলবর্ত্তী প্রদেশে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, সেখানে বাংলা অপেক্ষা সস্তা দরে ক্রীতদাস পাওয়া যাইতেছে। (২) দুই বৎসর পরে সে প্রদেশে সুজন্মা হয় তখন হুকুম আসে সেখানে দর চড়া অতএব আবার চন্দননগর হইতে ক্রীতদাস পাঠান হউক। (৩) ১৭৩৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চন্দন-

---

বর্ত্তমান নাম Isle de Reunion. ১৬৪২ খৃঃ ফরাসিগণ এই দ্বীপ অধিকার করে। ১৮১০ সালে ইংরাজের হস্তে ন্যস্ত হয়; কিন্তু ১৮১৬ সালের সন্ধিতে (Treaty of Paris) ফ্রান্সকে প্রত্যর্পণ করা হয়, উহা এখনও ফ্রান্সের সম্পত্তি। ১৭১৭ সালে লোক সংখ্যা ২০০০, তাহার মধ্যে ১১০০ জন ক্রীতদাস; ১৭৬৩ সালে—২৯০০০ এর মধ্যে ২৫০০০ ক্রীতদাস; ১৭৮৯ সালে—৬১২০০ এর মধ্যে ৫০,০০০ ক্রীতদাস; ১৮১০ সালে—৯০,৩৪৬ এর মধ্যে ৭০৪৫০ ক্রীতদাস।—A Gazetteer of the World.

(১) Pour mettre l'Ile de France en valeur elle (la compagnie) y fait passer cette annee des ouvriers de toutes les professions qu'elle a cru utiles: elle y envoie plusieures familles qui ont demande a s'y etablir, elle y joint douze jeunes filles qu'elle donnera ordre de marier a des soldats et des ouvriers, et pour mettre tous cesgens en etat de travailler, elle donne ordre qu'on leur avance des esclaves, des outils pour la terre, de semences et graines et des vivres pendant un an ou deux, qu'ils s'obligeront de restituer en nature et du cru de leurs terres. ক্রীতদাসের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"Il aurait ete convenable d'y faire passer des esclaves pour defricher quelques terres qui eussent ete en etat de produire une partie des choses necessaires a la subsistence de tant de monde—French East India Company's letter to the Pondichery Council, dated Paris—25th. September 1727.

(২) Nous vous prions dene point faire acheter d'esclaves jusqu'a nouveaux orders de notre part, nous sommes d'ailleurs en etat, par la famine dont ce pays continue d'etre affiige, de nous en procurer la quantite dont nous pourrons avoir besoin et a meilleur marche qu'a Bengale. Letter of Pondichery Council to the Council at Chandernagore, dated, Fort Louis, Pondichery, the 14th June 1729.

(৩) "Ils (esclaves) sont encore plus rares a cette coste cette annee que les dernieres par l'abondance qui y regne.—The same, dated 12th March 1731.

নগর হইতে পণ্ডিচারীতে সংবাদ যায় যে পাটনার নবাব (আলিবর্দ্দী খাঁ) কোন এক হিন্দু রাজাকে (সম্ভবতঃ বিহারের কোন জমিদার বা বঞ্জারা নামক দস্যুগণকে) (১) যুদ্ধে পরাভূত করিয়া ১২ হইতে ১৫ হাজার বন্দীকে ক্রীতদাস করিয়া বিক্রয় করিতেছেন। চন্দননগর হইতে দুপ্লেক্স এই সংবাদ প্রেরণ করিয়াই সঙ্গে সঙ্গে পাটনার ফরাসী কুঠিয়াল Groisellecকে হুকুম দিলেন ৩০০ ক্রীতদাস ক্রয় কর। পণ্ডিচারী হইতে সংবাদ আসিল—"যদিও বুরবঁ দ্বীপে প্রতি বৎসর ২০ জন মাত্র পাঠাইবার হুকুম আছে—মরিশাস দ্বীপে ৩০০ ক্রীতদাস পাঠাইলে কাজে আসিবে, এবং যেহেতু মনে হয় দাম সস্তায় পাওয়া যাইবে, প্রত্যেক জাহাজে কিছু কিছু করিয়া ৩০০ শতই পাঠাইয়া দেওয়া হউক।" (২)

La Bourdonnais তখন মরিশাস দ্বীপের শাসনকর্ত্তা। তাঁহার উপর কোম্পানির হুকুম ছিল তিনি আবশ্যক মত ভারতবর্ষ হইতে ক্রীতদাস আমদানি করিতে পারিবেন (৩)। ১৭৫১ সালে বুরবঁ শাসন সভা হইতে আবেদন আসে ৬০ জন ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী, বয়ঃক্রম ১৫ হইতে ২৫, পাঠান হউক—পণ্ডিচারী হইতে চন্দননগরের উপর সে আবেদন রক্ষা করিবার ভার পড়ে। (৪)

দাসীকরণের প্রক্রিয়া পুরাতন কাগজ পত্র হইতে যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি নিম্নে প্রদান করিলাম।

কোন এক দল দাস ব্যবসায় করিবেন তিনি সংগ্রাহক নিযুক্ত করিয়া গ্রামে গ্রামে প্রেরণ করিবেন। কুলির আড়কাটির ন্যায় তাহারা ছলে বলে কৌশলে অথবা অতি সহজে দীনহীনগণের সন্তান সকল ক্রয় করিয়া দাসদাসীর আড়তে হাজির করিত। ঋণদানে অশক্ত হইলে উত্তমর্ণকে দাসত্ব স্বীকার করিতে হয়, আদিমকালের ন্যায় এ নিয়ম মুসলমান যুগেও বর্ত্তমান ছিল। সুতরাং দরিদ্রকে ঋণজালে জড়িত করিয়া পুত্রকন্যা বিক্রয় করিতে বাধ্য করা, দাসীকরণের অতি

---

(১) Stewart's History of Bengal (Bangabasi ed.) p. 477-8.

(২) Vous ajoutez que le Nabab de Pattens a fait la guerre a un Raja et a fait enlever 12 a 15000 esclaves et que vous avez donne ordre a M. Groiselle d'en acheter 300 au cas qu'ils soient mis en vente. Quoique la compagnie nous ait precedemment ecrit d'envoyer annuellement a l'Isle de Bourbon, que vingt esclaves indiens, sur la demande qui nous en serait faite par le Conseil de cette isle, et que le Conseil ne nous en ait point encore demande, ces 300 esclaves conviendront fort pour l'Isle de France; il y a apparence qu'ils seront a bon marche. Vous le repartirez sur les differents batiments que vous expedierez du Gange, tant pour l'Isle de France que pour Pondichery.—Letter of Pondichery Council to that of Chandernagor, dated Fort Louis, Pondichery, 24th September 17[illegible].

(৩) The same 15th March, 1736.

(৪) Le Conseil des iles nous demande soixante esclaves indiens des deux sexes, depuis l'age de quinze a vingt cinq ans ou trente au plus, nous vous prions de vouloir bien en acheter cette quantite et de les faire passer aux iles sur les differents vaisseaux qui y toucheront.—The same, dated 8th September, 175[illegible].

সহজ উপায় ছিল। আমরা শিশুগণকে যে ছেলেধরার ভয় দেখাই, দাসসংগ্রাহকগণ সেই ছেলেধরা।(১) ইয়োরোপীয় বণিকগণের প্রত্যেক আড্ডায় চন্দননগরে, হুগলিতে, চুঁচূড়ায়, শ্রীরামপুরে ও কলিকাতায় দাসের আড়ত ছিল, দাসের হাট বসিত। গহনার নৌকায় বোঝাই দিয়া যেমন আজকাল ব্যবসায়ী হাটে বেসাত লইয়া আসে, তৎকালে দাসব্যবসায়ী দাসদাসী বোঝাই দিয়া ভাগীরথী বক্ষ বহিয়া দাসের হাটে জীবন্ত বেসাত লইয়া যাইতেছে, এ দৃশ্য একেবারেই অভিনব ছিল না। মনুষ্যসমাজে প্রথম ক্রীতদাস রমণী, দাসেরহাটে রমণীর আদরই অধিক ছিল। যে সংসারে দশটা গোলাম, তাহার মধ্যে নয়জন স্ত্রী ও একজন পুরুষ। যে কারণ মেষপালক মেষ অপেক্ষা মেষীর অধিক আদর করে দাস অপেক্ষা দাসীর আদর সেই কারণেই অধিক ছিল। মেষী মেষ শাবক প্রসব করিয়া প্রভুর ধনবৃদ্ধি করে, দাসীও দাসশিশু প্রসব করিয়া প্রভুর ধনবৃদ্ধি করিত। অনেকে দাসীর পাল পুষিত, দাসব্যবসায়ের সুবিধার জন্য। Cattle-breeding এর ন্যায় Slave-breeding একটা লাভের ব্যবসায় ছিল। দাসদাসীর মূল্য স্ত্রীপুরুষ অনুসারে, বয়ঃক্রম অনুসারে ও অন্যান্য গুণাগুণ অনুসারে অ[illegible] অধিক হইত। সামান্য নামমাত্র মূল্য হইতে [illegible]কার শত মুদ্রা পর্যন্ত মূল্যের পরিচয় পাইয়াছি। ইংরাজ কোম্পানীর হুকুমে ডাকাতি অপরাধে অপরাধী হতভাগ্যের মৃত্যুর পর তাহার স্ত্রীপুত্রকন্যা দাসত্বের শৃঙ্খল পায়ে পরিয়া সরকারী নিলামে বিক্রীত হইত। জেলের খরচ বাঁচাইবার জন্য আবশ্যক হইলে কয়েদীগণকে সুমাত্রাদ্বীপে নির্ব্বাসিত করা হইত অথবা দাসরূপে বাজারে বেচিয়া ফেলা হইত।(২) ফরাসী বা অন্যান্য কোম্পানীর আদেশ যে অন্যবিধ ছিল তাহা মনে হয় না। কারণ রোমান ক্যাথলিক পাদরী এই অপূর্ব্ব আধুনিক দাসব্যবসায়ের প্রবর্ত্তক। ফরাসী কোম্পানি রোমান ক্যাথলিক কোম্পানি এবং এদেশে রোমান ক্যাথলিক পরিবার মধ্যেই অধিক সংখ্যক দাসদাসী পোষিত হইত। হিন্দু গৃহস্থের ঘরে ক্রীত দাসদাসীর নিদর্শন কোথাও পাই নাই। কৃষাণ বা মজুর হিসাবে হিন্দুর ঘরেও হয়ত ক্রীতদাস ছিল কিন্তু গৃহসংসারের পরিচারিকা বা পরিচারক হিসাবে থাকা সম্ভব নহে। হিন্দুগণ অর্থের লোভে আগন্তুক খৃষ্টিয়ানগণের ও মুসলমানগণের দাসব্যবসায়ে সহায়তা করিতেন সন্দেহ নাই। স্বয়ং ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী দাসদাসী ক্রয় বিক্রয়ের শুল্ক আদায় করিতেন কিন্তু তাঁহারা নিজে যে দাসদাসী পুষিতেন তাহার পরিচয় পাই নাই। মুসলমানগণ ক্রীত দাসদাসীর প্রতি অতিশয় সদ্ব্যবহার করিতেন। দাসবংশ রাজতক্তে বসিয়াছিল, দাসী পাটরাণী হইয়াছিল, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। দাসদাসীগণের প্রতি করুণা প্রদর্শন করিলে পুণ্য আছে, ইহাই কোরাণের আদেশ। দাসী দাসশিশু প্রসব করিলে প্রভুর মৃত্যুর পর সে স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্ত হইবে, ইহাই মুসলমানগণের মধ্যে প্রচলিত বিধি। স্বধর্ম্মাবলম্বীকে মুসলমান ক্রীতদাস করিতে পারিতেন না। ক্রীতদাস মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিলে সে সামান্য ভৃত্য মধ্যে পরিগণিত হইত। এইজন্য মুসলমান সমাজে নিগ্রো, খৃষ্টিয়ান বা হিন্দু ভিন্ন দাস থাকিতে পারিত না। দাস দাসীকে স্বাধীনতা দান করা মুসলমানের পক্ষে পুণ্য কর্ম্ম। মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া অনেক মুসলমান দাসদাসীকে মুক্তি প্রদান করিতেন।

(১) Anandaranga Pillai's Diary (Madras Govt. publication)—Vol. I, p. 22[illegible].

(২) Slavery Days in old Calcutta—Bengal Past and Present Vol. II, p. 2[illegible]1.

মুসলমানগণের মধ্যে প্রচলিত নীতির প্রভাব খৃষ্টিয়ানগণের উপর কিয়ৎ পরিমাণে পড়িয়াছিল বলিয়া মনে হয়। আমি অনেকগুলি খৃষ্টানের পুরাতন উইল দেখিয়াছি, প্রত্যেকখানিতেই অন্ততঃ একজন দাস বা দাসীকে মুক্তি প্রদানের কথা আছে। দুই এক স্থলে প্রভু আপনার সমস্ত সম্পত্তি উইল করিয়া মুক্ত দাসদাসীদিগকে দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মুসলমান যেমন মুসলমানকে ক্রীত দাস করিতে পারিত না, খৃষ্টিয়ানদিগের মধ্যে সে স্বধর্ম্মানুরাগ ছিল না। তাহারা দাসগণকে খৃষ্টান করিয়া শুদ্ধ করিয়া লইত বটে কিন্তু দাসত্বের কোন ব্যত্যয় হইত না। খৃষ্টিয়ান সংসারে দাসগণ অনেক সময়ে অতি নৃশংস ব্যবহার প্রাপ্ত হইত, অতি সামান্য অপরাধের জন্য বেত্রাঘাত অতি সাধারণ শাস্তি ছিল, মাঘের শীতে উলঙ্গ করিয়া দাস বা দাসীর মস্তকে উপর্য্যুপরি বহু কলসী ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া দেওয়া একটা আমোদজনক প্রক্রিয়া মধ্যে পরিগণিত ছিল।

দাস ক্রয় বা বিক্রয় করিতে হইলে সরকারকে একটা মাশুল দিতে হইত। ইংরাজ সরকার দাস-প্রতি ৪।০ চারি টাকা চারি আনা শুল্ক লইতেন। ফরাসী সরকার দাসখৎখানি লিখিবার কাগজের জন্য পাঁচ সিকা লইতেন এবং দাসদাসীর মূল্যের উপর শতকরা পাঁচ টাকা শুল্ক আদায় করিতেন। (১) এই পাকাপাকি রকমের ব্যবস্থা একটা পাকাপাকি রকমের ব্যবসায়ের সাক্ষ্য দিতেছে। কিন্তু পাকা ব্যবস্থার মধ্যে একটা কাঁচা ব্যবহার থাকেই থাকে। আইন থাকিলে আইনের চক্ষে ধূলি দিবার উপায়ও উদ্ভূত হয়। আইন বহির্ভূত উপায়ে—তখনকার লোকের চক্ষে গর্হিত উপায়ে অর্থাৎ জোর করিয়া, চুরি করিয়া, সরকারকে বঞ্চিত করিয়া—দাসদাসী সংগ্রহ ও বিক্রয় এত অধিক মাত্রায় চড়িয়া উঠিয়াছিল যে ১৭৮৯ সালে চন্দননগরের তৎকালীন গবর্ণর মঁসিয়ে মটিঘি নিম্নলিখিত আজ্ঞা প্রচারিত করেন :—

"The Master Attendant of Chandernagore is directed to see that no native be embarked without an order signed by the Governor and all Captains of vessels trading to the port of Chandernagore are stictly prohibited from receiving any natives on board." (Seton Karr—*Selections from the Calcutta Gazette*, 1865.)

কিন্তু আইনসঙ্গত দাসব্যবসায় পূর্ব্ববৎই চলিতে থাকে। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী গবর্ণমেন্টের আদেশে উহা সম্পূর্ণভাবে রহিত হয়।

---

IMPERIAL LIBRARY

(১) Schedule of taxes for 1732, a manuscript in the French Government archives.



Imp. 4264, dt. 23/9/09